এই কথা-পত্র সংবাদ পরিষেবারই অংশ। তবে এর বিষয় কেবল কৃষি। এখানে প্রকাশ পাবে দেশ-দুনিয়ার কৃষি, বাংলার কৃষি ও ভুবনায়নের কৃষির তাবৎ গতিপ্রকৃতি তথা কৃষি-নিরীক্ষার বিবিধ বয়ান। যার ভেতর ডিআরসিএসসির কার্যক্রম ও কৃষি-নিরীক্ষার সংবাদও থাকবে। উদ্দেশ্য, কৃষির ফলিত অভিজ্ঞতার বিনিময়। উদ্দেশ্য, কৃষি- চেতনার এক সংহত আবহ তৈরি।

অন্ন-কথকতা

জন-উদ্যোগে পতিত জমিতে চাষ ও জলধারণ

বিষয়

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে, ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের লাগোয়া জমি বেশ অসমতল। উঁচু জমির বেশিরভাগটাই ন্যাড়া। পাথুরে লালমাটি, জলধারণ ক্ষমতা কম। বছরের ১২০-১৪০ সেন্টিমিটার বৃষ্টির বেশিরভাগটাই হয়ে যায় বর্ষার ২ মাসে। বাকি সময়টা শুকনো। গরমের সময়ে প্রতি বছরই খরার মতো অবস্থা। সাধারণত বর্ষার জলে একবারই চাষ হয়। জলবায়ু বদলের ফলে এবার মার খাচ্ছে বর্ষার ফসলও। বেশিরভাগ সময় জমি খালি পড়ে থাকে বলে প্রচুর ভূমিক্ষয় হয়। এই পরিস্থিতিতে খাদ্যের অভাবে বেশিরভাগ মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে যায় কাজের সন্ধানে। জমির নিচে পাথর থাকার কারণে এখানে পুকুর খুঁড়তে অনেক অর্থ দরকার। বেশিরভাগ পুকুরই তাই অগভীর, গরমের সময় জল থাকে না। কুঁয়োগুলিও শুকিয়ে যায়। কয়েকটি নদী ও ঝোরাতে সারা বছর জল থাকলেও, শুখার সময়ের চাষের কাজে তার ব্যবহার হয় না।

প্রস্তাব

- এখানকার গরিব চাষিদের দল গঠনে উৎসাহ দিয়ে, ওই দলের মাধ্যমে নতুন পুকুর খনন ও পুরোনো পুকুরের সংস্কার করা যায়।
- এই পুকুরের চারদিকে ৩-৪টি বড় ধাপ করা যায়। বর্ষার সময়ে এই ধাপগুলি জলে ডুবে থাকবে। শুখার সময় জল নামতে থাকলে এই ধাপগুলিতে নানা ধরনের সবজি চাষ করা যায়।
- বর্ষার জল সরাসরি পুকুরে পড়ার পাশাপাশি আশেপাশের জমির জল পুকুরে আনার জন্য ছোট নালা কাটা যায়।
- পুকুরের চারদিকের ধার বরাবর মাচা করলে তাতে লতানে সবজি চাষ করা যায়। পুকুরের পাড় চওড়া হলে সেখানেও সবজি, ডাল চাষ করা সম্ভব। বহু কাজে লাগে এরকম গাছও লাগানো যায়।
- বাড়তি আয়ের জন্য পুকুরে মাছেরও চাষ করা সম্ভব।
- পুকুরের জল দিয়ে আশেপাশের জমিতে নানা রকমের ফসল চাষ করা যায়।
- পুকুর ঘিরে তৈরি হওয়া জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য এখানকার চাষ হবে জৈব পদ্ধতিতে।
- পুকুর ঘিরে উৎপাদন, দলের সব সদস্যের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন হওয়া জরুরি।

কার্যক্রম

বিভিন্ন দলের উদ্যোগে ও আমাদের সহায়তায় এখন অব্দি এরকম ১৯টি পুকুর তৈরি হয়েছে পুরুলিয়াতে। ১.৩ একর জমিতে এরকমই একটি পুকুর তৈরি হয়েছে শালডিহায়। দলের সদস্যরা জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলে এই জমি ৩০ বছরের জন্য লিজ নেয়। এই জমিতে তারা ১৮০ফুট X১৬০ ফুট X১০ ফুট মাপের একটি পুকুর খোঁড়ে। ঠিক হয় ৩০ বছর পরও পুকুরের জলে, বিনে পয়সায়, আশপাশের পড়ে থাকা জমি চাষ করা যাবে। একাজে ১০০ ঘনফুট মাটি কাটার জন্য ডিআরসিএসসি ৫০ টাকার ধান দিয়েছিল এবং সদস্যরা তাদের শ্রম দিয়েছিল - যার মূল্য ১৮ টাকা (বর্তমানে মজুরি বাড়ায় অদক্ষ শ্রমিক পায় ১৩০ টাকা)। এখন আমরা ধান দিই ৯৭টাকা ৫০ পয়সার। আর সদস্যরা ৩২টাকা ৫০ পয়সার শ্রম দান করে)। শালডিহার পুকুরের পাড়ে চাষ হয় সবজি ও ডালের। এছাড়া বহুমুখী গাছও লাগানো হয়। মাচায় চাষ করা হয় কুমড়ো, লাউ, উচ্ছে, ঝিঙে। শুখার সময় জো থাকা ধাপে শাক ও সবজির চাষ করা হয়। পুকুরের জল দিয়ে আশেপাশের প্রায় ১৭ একর জমিতে চাষ করা হয়। প্রথমে পরিকল্পনা ছিল ১০ একর জমিতে চাষ করা হবে। কারণ পুকুরে বেশি দিন জল থাকবে না। পরে দলের সদস্যরা মিলে পুকুরটি আরো গভীর করে। পুকুরকে ঘিরে তৈরি হওয়া উৎপাদন ব্যবস্থার সব উৎপাদন সমান ভাগে দলের সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিছু গ্রামবাসীদের মধ্যেও বিলি করা হয়। বাজারে বিক্রি করা ফসলের অর্থ দলের তহবিলে জমা হয়। দলটি মাছচাষ করতে গিয়ে মার খায়। কারণ সেচের জল সরবরাহ করার পর, পুকুরে মাছচাষের মতো জল ছিল না।

প্রতিফল

পড়ে থাকা জমিতেও খাদ্য, জ্বালানি, পশুখাদ্য উৎপাদন সম্ভব।
এভাবে কাজের দিন বাড়ে। ফলে কাজের জন্য অন্যত্র যাওয়া কমতে পারে।
জমির উর্বরতা বাড়ে।
প্রায় সারা বছর পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়।
অতিরিক্ত ফসল বেচে হাতে টাকা আসে।
এভাবে পুকুর খুঁড়ে ফসল ফলানো ও কাজ সৃষ্টিতে স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে।

সম্ভাবনা

পুকুর কাটার শ্রমের জন্য কিছুটা অর্থ বিনিয়োগ দরকার। ডিআরসিএসসির সহায়তায় মডেল তৈরি হয়েছে। এবারে তা ছড়ানোর জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়ার পালা। ১০০ দিনের কাজে সহজেই এই কাজ করা সম্ভব।
প্রাথমিকভাবে দলের সদস্যদের উৎসাহিত করা বেশ কঠিন। কিন্তু প্রথমবার ফসল পাওয়ার পর দলের সদস্যদের আর ফিরে তাকানোর অবসর থাকে না। এভাবেই গড়ে ওঠে জন-উদ্যোগে পতিত জমিতে চাষ ও জলধারণের সুস্থায়ী ব্যবস্থা।

■ ■

আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে। চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে। দেশি বীজ আর থাকবে না। জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে। এইসব নিয়ে এই বই।

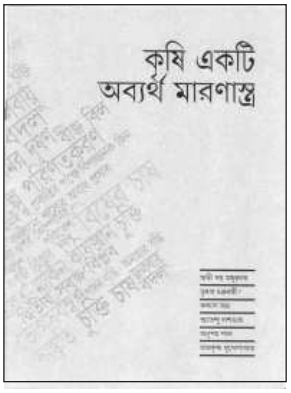

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।। ২৪৪২৭৩১১ ।। ৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

ডিআরসিএসসি, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত